বাইবেলের সত্যতা খুঁজতে

দ্বিতীয় খণ্ড

বাইবেলের সত্যতা খুঁজতে

(পাঠ ৩, ৪ ও ৫)

বিষয় সূচী

পাঠ ৩ ঈশ্বর সম্পর্কে বাইবেল কি শিক্ষা দেয়?

পাঠ ৪ পবিত্র আত্মা ও আত্মিক দান।

পাঠ ৫ যীশু খ্রীষ্ট

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্

পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত

৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক, কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Searching For Bible Truth
Correspondence Course
(Part 2 - Lessons 3, 4 & 5)

Published by:

Christadelphian Bible Students

P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**

3B, 321 Jodhpur Park, Kolkata, 700068, West Bengal, **India**

© Copyright Bible Text: BBS OV Re-edit (with permission)

Revised Second Edition printed September 2005

পাঠ - ৩
ঈশ্বর সম্পর্কে বাইবেল কি শিক্ষা দেয় ?

বাইবেল পাঠ ঃ
আদিপুস্তক ১ অধ্যায়; যিশাইয় ৪৫ অধ্যায়; লূক ১ অধ্যায়

ঈশ্বর

মার্ক ১২:২৮-২৯ অংশে যীশু খ্রীষ্ট আমাদেরকে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে বলেন। তাকে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল সেটির তিনি উত্তর দিচ্ছিলেন। প্রশ্নটি ছিল, সকল আজ্ঞার মধ্যে কোনটি প্রথম ? যীশুর উত্তরটি লক্ষ্য করুন- "আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু"। এটার অর্থ শুধু এটাই হতে পারে যে যীশুর ঈশ্বর, যিনি আমাদেরও ঈশ্বর, তিনি একজনই। এর অর্থ এটা করা যায় না যে তিনজন ব্যক্তি দিয়ে ঈশ্বর গঠিত, কিংবা যীশু খ্রীষ্টই ঈশ্বর। ১ম করিন্থীয় ৮:৬ পদে পৌল আমাদেরকে বলেছেন,

> "তথাপি আমাদের জ্ঞানে একমাত্র ঈশ্বর সেই পিতা, যাঁহা হইতে সকলই হইয়াছে, ও আমরা যাহারই জন্য..."।

পাঠ ২-এর মধ্যে আপনারা আরও এমন বাইবেলের পদ দেখবেন যেগুলি দেখায় যে, ঈশ্বর একজনই।

নিচের বাইবেলের পদগুলি মনোযোগ সহকারে দেখুন। দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪, যিশাইয় ৪৪:৬-৮; ৪৫:৫,৬,১৪,২১; ৪৬:৯। ইফিষীয় ৪:৬ পদে পৌলের লেখা পড়ুন। আপনি শাস্ত্রের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভালো করে খুঁজে দেখতে পারেন, কোথাও আপনি "গড দ্যা সান" অর্থাৎ "পুত্র ঈশ্বর" কথাটি কিংবা 'ট্রিনিটি' অর্থ্যাৎ 'ত্রিত্ব' কথাটি পাবেন না। নূতন নিয়মে এমন দুটি ঘটনা আছে যেখানে লোকেরা যীশুকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, কারণ তারা মনে করেছিল যে যীশু নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করছেন। দু'বারই যীশু এই অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। এবার দয়া করে যোহন ৫:১৮-৩৮ এবং ১০:২৯-৩৮ পদগুলো পড়ুন।

ঈশ্বর, যীশু খ্রীষ্ট ও পবিত্র আত্মা সম্পর্কে পাঠে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে সেসবই পড়ার পর ও এ সম্পর্কে বাইবেলের অন্যান্য বইয়ের সাহায্য নেবার পরও যদি আপনি 'ঈশ্বরের একত্ব' বা একক ঈশ্বর সম্পর্কে বুঝতে না পারেন তবে আপনার টিউটরের (যিনি আপনাদের কোর্সের জন্য নিযুক্ত হয়েছেন) সঙ্গে আলোচনা করুন।

বাইবেল আমাদের কাছে ঈশ্বরের ক্ষমতা, চরিত্র ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করে। আদিপুস্তক ১:১ পদে বলা হয়েছে,

> "আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন"।

প্রেরিত পৌল ১ম তীমথিয় ১:১৭ পদে ঈশ্বর সম্পর্কে বলেছেন,

> "যিনি যুগপর্যায়ের রাজা, অক্ষয় অদৃশ্য একমাত্র ঈশ্বর, যুগপর্যায়ের যুগে যুগে তাঁহারই সমাদর ও মহিমা হউক"।

যিশাইয় ৫৫:৮-১১ পদে যিশাইয় ভাববাদী ঈশ্বরের ভয়ঙ্কর প্রতিপত্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা ১১ পদটি লক্ষ্য করলে দেখব যে, ভাববাদী ঈশ্বরের সেই বাক্যের কথা বলেছেন (বাইবেলে যে সত্য সম্পর্কে লেখা হয়েছে), যা কখনো ব্যর্থ হয়না, কিন্তু সবসময়ই তাঁর উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলে।

যাকোব ১:১৭ পদে যাকোব ঈশ্বরের সম্পর্কে বলেছেন যে ঈশ্বর কখনই পরিবর্তিত হন না এবং তিনিই এই পৃথিবীকে ও পৃথিবীর সকল কিছুকে ভালোবেসে সৃষ্টি করে তাঁর ভালোবাসার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বাস্তবিক পক্ষে আমরা যে কারণে বেঁচে আছি তা হয়েছে কেবল তাঁর ভালোবাসার কারণে এবং এমনকি আমরা বার বার ভুল করে ও পাপ করে তাঁর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হইনি, জগতের সমস্ত পাপ দূর করে নিয়ে যাবার জন্য ঈশ্বরের প্রিয় পুত্রকে উৎসর্গ করা হলেও আমরা পরিবর্তিত হই নাই। এই কোর্সের পাঠ ৫-এর যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কিত আলোচনায় এসম্পর্কে আমরা আরো বেশি জানতে পারব।

ঈশ্বর আমাদেরকে এত বেশি ভালোবাসেন যে যারা তাঁকে বিশ্বাস করে, তাকে ভয় করে, তাঁর প্রতি সম্মান দেখায় ও তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করেন

তাদেরকে তিনি অনন্তজীবন দান করেন, মালাখি ৩:১৬-১৭ অংশে লেখা এসম্পর্কিত সুন্দর কথাগুলি পড়ুন।

বাইবেল ঈশ্বর সম্পর্কে আর কি কি বলে ?

বাইবেল বলে

১. সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, মথি ৬:৯ পদে বর্ণিত যীশুর প্রার্থনা অনুসারে যে "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা", পৃথিবী থেকে দূরে অজানা কোথাও-অর্থাৎ স্বর্গে বসবাস করেন। গীতসংহিতা ১১৫:১৬ পদ বলে, "স্বর্গ সদাপ্রভুরই স্বর্গ, কিন্তু তিনি পৃথিবী মনুষ্য-সন্তানদিগকে দিয়াছেন"।

২. ঈশ্বর মহা গৌরব ও প্রতাপের মধ্যে বসবাস করেন, যা মানুষ অবচেতনভাবে বুঝতে পারে - ১ম তীমথিয় ৬:১৬ "যিনি অমরতার একমাত্র অধিকারী, অগম্য দীপ্তিনিবাসী, যাঁহাকে মনুষ্যদের মধ্যে কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই"। গীতসংহিতা ১০৪:২ এখানে যেমন বলা হয়েছে যে "তুমি বস্ত্রের ন্যায় দীপ্তি পরিধান করিয়াছ"। ১ম করিন্থীয় ১১:৭ পদ বলে, "মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও গৌরবের স্বাক্ষর"।

৩. ঈশ্বর স্বর্গে বসবাস করলেও তাঁর অদৃশ্য শক্তি, ক্ষমতা বা আত্মা সর্বত্র রয়েছে। সদাপ্রভু কহেন, "এমন গুপ্ত স্থানে কি কেহ লুকাইতে পারে যে, আমি তাহাকে দেখিতে পাইব না ? আমি কি স্বর্গ ও মর্ত্য ব্যাপিয়া থাকি না" ? যিরমিয় ২৩:২৪, গীতসংহিতা ১৩৯:৭ পদটিও পড়ুন।

৪. ঈশ্বর, যিনি অনন্তকাল স্থায়ী, তাঁর কোন শুরু ও শেষ নাই, আদিপুস্তক ১:১, গীতসংহিতা ৯০:২।

৫. ঈশ্বর ধার্মিক ও পাপহীন। তিনি নিজেই ধার্মিকতার এমন একটি মাত্রা নির্ধারণ করেছেন যে কেবল তাঁর প্রকৃত তুলনা তিনিই। যেকোন কিছু বা যে কোন মানুষ যে তাঁর সেই মাত্রা রক্ষা করতে পারে না সেই মিথ্যা বা ভুল। ইয়োব ৩৪:১০, রোমীয় ৯:১৪।

৬. ঈশ্বর প্রজ্ঞাবান। তিনি সবকিছুই জানেন। তিনি জানেন আমরা এখন কি চিন্তা করছি এবং ভবিষ্যতে কি করব তা ও জানেন, গীতসংহিতা ১৩৯:১-১৮

৭. যারা ঈশ্বরের সেবা করেন তাদের প্রতি তিনি দয়াবান ও ক্ষমাশীল, কিন্তু যারা তাঁর থেকে দূরে সরে যায় বা অবাধ্য হয় তাদের প্রতি তিনি রাগান্বিত হন।

৮. ঈশ্বর মানবজাতিকে শাসন করেন, দানিয়েল ৪:১৭।

স্বর্গদূতগণ

স্বর্গদূতরা স্বর্গে বসবাসকারী অমরণশীল প্রাণী। ঈশ্বর যেভাবে আদেশ করেন সে অনুসারে তাঁর জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও ক্ষমতাকে প্রয়োগ করার জন্য এরা ঈশ্বরের ব্যবহৃত হাতিয়ারস্বরূপ, ইব্রীয় ১:৭ পদ বলে... "তিনি আপন দূতগণকে বায়ুস্বরূপ করেন"। গীতসংহিতা ১০৩:২০-২২ পদ বলে,

> "সদাপ্রভুর দূতগণ, তাঁহার ধন্যবাদ কর, তোমরা বলে বীর, তাঁহার বাক্য-সাধক, তাহার বাক্যের রব শ্রবণে নিবিষ্ট। সদাপ্রভুর সমস্ত বাহিনী, তাঁহার ধন্যবাদ কর."

স্বর্গদূতরা ঈশ্বরের বার্তাবাহক। যাত্রাপুস্তক ২৩:২০-২৩ ও আদিপুস্তক ১৬:৭-১৩ অংশ দুটি পড়ুন। যাত্রাপুস্তক ৩:২-৪ পদে বলা হয়েছে, স্বর্গদূতকে কথা বলতে দেখা গেলেও আসলে ঈশ্বর কথা বলেন। প্রেরিত ৭:৩০-৩২ পদে স্তিফান এবিষয়ে পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, ঈশ্বরের পক্ষে একজন স্বর্গদূত কথা বলেন।

আদিপুস্তক ১:২৬ পদে এই স্বর্গদূতরাই ঈশ্বরের ক্ষমতা প্রকাশ করেছে। তাঁরা সৃষ্টির সময়ে উপস্থিত ছিলেন এবং সৃষ্টির কাজে ঈশ্বরের আদেশ সকল পালন করে তাঁরা ঈশ্বরকে সহায়তা করেন। ২৬ পদে আমরা পড়ি, "পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি"। একথাগুলো ঈশ্বরের সৌজ্যনে স্বর্গদূতরা বলেছেন। তাঁরা নিজেরাই ঈশ্বরের কর্মী ছিলেন। "দূত" কথাটির আক্ষরিক অর্থ "বার্তাবাহক"। আবার অনেকসময় মানবের বার্তাবাহক হিসাবে উল্লেখ করা

হয়েছে, যে কারণে অনেক পদে আমরা তাদেরকেও পাপ করার কথা বলতে শুনি, তবে এসব দূতরা কখনই স্বর্গে বসবাসকারী অতিপ্রাকৃতিক দূত নয় যারা পাপ করতে পারে না।

যীশু তাঁর পিতার গৌরব প্রকাশ করেছেন

যীশু ঈশ্বর হতে চাননি বা দাবীও করেননি। অন্যরা তাঁর পক্ষে সেই দাবীটি করেছেন। যীশু মনেপ্রাণে একজন যিহূদী ছিলেন। যিহূদী পরিবারে লালিত-পালিত হয়ে বড় হয়ে উঠার সময় ও বিভিন্ন সময়ে ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সময়ে তিনি কখনই নিজের কাছে এই ধারণাকে ধারণ করেন নাই যে "তিনিই ঈশ্বর"। যোহন ৫:৩৭ পদে যীশু ঈশ্বরের কথা বলেছেন,"আর পিতা, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন; তাঁহার রব তোমরা কখনই শুন নাই"। প্রথম দৃষ্টিতে এটাকে একেবারে ভুল মনে হতে পারে, কারণ বাইবেলে অনেক জায়গায় লেখা আছে যে ঈশ্বর দর্শন দিলেন বা এই ধরণের কোন কথা যে তিনি হাঁটলেন, তিনি কথা বললেন। কিন্তু যীশুর কথাই এখানে সত্য কারণ তিনিই নির্ভুল, তিনি কখনই মিথ্যা বলতে পারেন না। গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা বাইবেলের এই শিক্ষাটি পাই যে স্বর্গদূতরাই ঈশ্বরের সৌজন্যে কথা বলেন ও কাজ করেন। এমনকি তারা তাঁর নামও ব্যবহার করেছেন। যাত্রাপুস্তক ২৩:২০-২৩।

প্রশ্নাবলী ঃ পাঠ ৩

ঈশ্বর সম্পর্কে বাইবেল কি শিক্ষা দেয় ?

১. সকল আজ্ঞার মধ্যে কোনটি প্রথম আজ্ঞা ?

২. "আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু" - এই উক্তির মাধ্যমে কি বোঝা যায় যে আমাদের সকলের প্রভুই একজন ?

৩. "আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু" - এই কথার অর্থ কি তিন ব্যক্তির সমন্বয় ঈশ্বর ? যদি হয় তবে আপনার বাইবেল ভিক্তিক ব্যাখ্যা কি ?

৪. ১ম করিন্থীয় ৮:৬ পদ অনুসারে পৌল আমাদের বলেছেন আমাদের জ্ঞানে একমাত্র পিতা কে ?

৫. দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪ পদে উল্লেখিত "হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু" - এই পদটি পড়ার পর আপনার মন্তব্য কি ?

৬. যিশাইয় ৪৪:৬ পদে "সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের রাজা, তাহার মুক্তিদাতা, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমিই আদি, আমিই অন্ত, আমি ভিন্ন আর কোন ঈশ্বর নাই"- এই পদে আপনি কি দেখতে পাবেন আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কতজন আমাদের ঈশ্বর ?

৭. একমাত্র নিরাকার শক্তিমান ঈশ্বর ছাড়া যদি অন্য কোন ঈশ্বরের নাম আপনার জানা থাকে তো তার সমন্ধে লিখুন ?

৮ যিশাইয় ৪৫:৫, ৬, ১৪, ১৮, ২১, ২২ এই পদগুলি পড়ে এবার বলুন ঈশ্বর কতজন ? ত্রিত্ব ঈশ্বরের উপস্থিতি কিভাবে আপনি এখান থেকে ব্যাখ্যা করবেন ?

৯. নূতন নিয়মে কয়টি ঘটনা আছে, যাতে যীশুকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিলো যিহূদী অধ্যাপক ও ফরীশিরা ?

১০. কেন যিহূদীরা যীশুকে পাথর ছুড়ে মারতে চেয়েছিলো ?

১১. যিহূদীরা যীশুর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ এনেছিলো ?

১২. যোহন ৫:১৮ পদে যীশু ঈশ্বরকে কি বলে সম্বোধণ করতেন ?

১৩. যোহন ৫:১৯ পদটি পড়ে বলুন, যীশু যদি ঈশ্বর হতেন তাহলে কি কাউকে সে পিতা বলে সম্বোধণ করা তার প্রয়োজন ?

১৪. যোহন ৫:১৯ পদে যীশু কি সমস্ত কাজ নিজ থেকেই করেছেন ?
--- যদি আপনার উত্তরটি হয় "না" ।
--- তবে একটু গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখুন।
- যে কোন কাজ করায় অর্থাৎ কর্তা ব্যক্তি ও যে কোন কাজ করেন অর্থাৎ কর্মী ব্যক্তি। এখন প্রশ্ন, কর্তা ব্যক্তি ও কর্মী ব্যক্তি কি একই ব্যক্তি সত্বা হতে পারে ?
- এখানে কি দুই ব্যক্তির উপস্থিতি পাওয়া যায় না ?
- তাহলে এবার বলুন যীশু ও ঈশ্বর কিভাবে এক ব্যক্তি হয় ?

১৫. যোহন ৫:২১-২২ পদে পিতার যে ক্ষমতা, তা তিনি পুত্রকেও দিয়েছেন সেই ক্ষমতাটি কি ?

১৬. যোহন ৫:২২ পদ অনুযায়ী বিচারের ক্ষমতা কাকে, কে অর্পণ করেছেন ?

১৭. যোহন ৫:২৩ পদে যিনি পুত্রকে সমাদর না করেন, সে কাকে, সমাদর করতে পারে না ?

১৮. যোহন ৫:২৪ পদটি কার কথা বা কে বলেছেন ? তাকে কে পাঠিয়েছেন ?

১৯. যোহন ৫:২৯ পদ অনুযায়ী যাহারা সৎকার্য্য করিয়াছে তাহারা কেমন পুনরুত্থানের জন্য বাহির হইয়া আসিবে ?

- যাহারা অসৎকার্য্য করিয়াছে তাদের কেমন পুনরুত্থান হবে ?

২০. যীশু যোহন ৫:৩০ পদ অনুযায়ী কাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করেন ?

- তিনি কি নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করতে চেষ্টা করেন ?
- তিনি কাহার কথা শুনে বিচারকার্য্য সম্পাদন করেন ?

২১. যোহন ৫:৩১ পদ অনুযায়ী যীশু কাহার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন ?

২২. যোহন ৫:৩২ পদে আমরা কি দেখি যীশুর ব্যাপারে কে সাক্ষ্য দেন ?

২৩. যোহন ৫:৩৬ পদে পড়লে যীশুকে, যিনি প্রেরণ করেছেন তার নাম পাওয়া যায় তিনি কে ?

২৪. যোহন ৫:৩৭ পদ অনুযায়ী যীশুর পিতা কে ? তার আকার কেমন ?

২৫. আদিপুস্তক ১:১ পদ অনুযায়ী সমস্ত কিছুর স্রষ্টা কে ?

২৬. ১ম তীমথিয় ১:১৭ পদ অনুযায়ী আমাদের ঈশ্বরের কাঠাম বা আকার কেমন ?

২৭. স্বর্গ কোথায় এবং সেখানে কে থাকেন ?

২৮. ঈশ্বর কি ক্ষণ স্থায়ী না অনন্তকাল স্থায়ী ?

২৯. গীতসংহিতা ১১৫:১৬ পদ অনুযায়ী স্বর্গটা কার জন্য আর পৃথিবীটা কে কাদের কে দিয়াছেন ?

৩০. স্বর্গদূতেরা কোথায় বসবাস করেন ? তারা কি কখনো মৃত্যুবরণ করে ?

৩১. ইব্রীয় ১:৭ পদ অনুসারে স্বর্গদূতদের রূপ কেমন ?

৩২. যাত্রাপুস্তক ৩:২ পদ ও ইব্রীয় ৭:৩০ পদ অনুযায়ী সদাপ্রভুর দূত কার পক্ষ হয়ে জ্বলন্ত ঝোপের কাছে মোশীর সংগে কথা বলেন ?

৩৩. যাত্রাপুস্তক ৩:২ পদে স্বর্গদূত নিজে থেকে কথা বলেন না ঈশ্বরের হয়ে বলেন ?

৩৪. যাত্রাপুস্তক ৩:২ পদে ঈশ্বর নিজেই কি মোশীকে দেখা দিলেন ? না তার একজন দূতকে ব্যবহার করলেন ?

৩৫. যাত্রাপুস্তক ৩:২ পদ পড়লে কি আপনার মনে হয় ঈশ্বর তার কাজে নিজের কাছে থাকা স্বর্গদূতদের ব্যবহার করতে পারেন ?

৩৬ আদিপুস্তক ১:২৬ পদে ঈশ্বর কহিলেন "আমরা", "আমাদের" প্রতিমূত্তিতে আমাদের সাদুশ্যে মনুষ্য নির্ম্মাণ করি।" - এখানে ঈশ্বর কেন "আমি" শব্দটি ব্যবহার না করে "আমরা" বহু বচন শব্দটি ব্যবহার করলেন ?

৩৭. "আমরা" শব্দটি এই কারণেই ব্যবহার করেছেন কি যে স্বর্গদূতগণ ঈশ্বরের কাছে থাকেন এবং পৃথিবী সৃষ্টির সময় তথা মানুষ সৃষ্টির সময় ও স্বর্গদূতগণ তার কাছেই ছিলেন ?

৩৮. আপনার ধারণা কি পৃথিবীর নির্ম্মান কাজে ঈশ্বর কি তার স্বর্গদূতদের ব্যবহার করতে পারেন না ?

৩৯. স্বর্গদূতগণ কি সৃষ্টির সময় তথা সবসময় ঈশ্বরের যাথে থাকেন না ?

৪০. স্বর্গদূতদের যদি ঈশ্বর কাজে ব্যবহার করেন, এবং তারা যদি বার্তাবহনার্থে সবসময় তার কাছে থাকেন তবে কি ঈশ্বর এই পদে বলতে পারেন না যে "আমরা" "আমাদের" এই রূপ বহু বচনের শব্দমালা। যাদ্বারা ঈশ্বর হয়তো বুঝিয়েছেন মনুষ্য সৃষ্টির সময় তথা সমস্ত সৃষ্টিতে স্বর্গদূতগণ সাহায্য করে থাকেন। - এ বিষয়ে আপনার মতামত কি ?

৪১. আপনাকে যদি কোন ভ্রান্তমতালম্বী এখানে বলে থাকেন যে আদিপুস্তকের ১:২৬ পদে ঈশ্বর "আমরা" বা "আমাদের" বলতে বুঝাতে চান যে সেই সময় ঈশ্বরের সঙ্গে যীশু ছিলেন, আর সেই কারণে "আমরা" "আমাদের" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তার অর্থ কি দাড়ায় স্বর্গদূতগণ ঈশ্বরের সাথে থাকেন না, তার সাহায্য করেন না। আদম হবা, প্রথম নর ও নারী, সৃষ্টির পূর্বেই, যীশুর অস্থিত্ব। যদি সাধারণ খ্রীষ্টিয়ান কোন ভাই বোনকে জিজ্ঞাসা করুন যে আদমকে ঈশ্বর আগে সৃষ্টি করেছেন, না যীশুকে ? সে সঙ্গে সঙ্গে বলবেন আদম কে। - তাহলে আপনার অভিমত কি ?

পাঠ - ৪
পবিত্র আত্মা ও আত্মিক দান

বাইবেল পাঠ ঃ
আদিপুস্তক ১ অধ্যায়; ১ম করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়

পবিত্র আত্মা

বাইবেলের প্রথম বাক্যটি হয়েছ, "আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন" আদিপুস্তক ১:১। এত সবকিছু সৃষ্টি করতে কত বিশাল চিন্তা ও শক্তি-ক্ষমতার প্রয়োজন হয়েছিল। গীতসংহিতা ৩৩:৬ ও ৯ পদ বলে,"আকাশমণ্ডল নির্মিত হইল সদাপ্রভুর বাক্যে, তাহার সমস্ত বাহিনী তাঁহার মুখের শ্বাসে... তিনি কথা কহিলেন. আর উৎপত্তি হইল, তিনি আজ্ঞা করিলেন, আর স্থিতি হইল"। এবং যিরমিয় ১০:১২ পদ বলে, "তিনি নিজ শক্তিতে পৃথিবী গঠন করিয়াছেন, নিজ জ্ঞানে জগত স্থাপন কারয়াছেন, নিজ বুদ্ধিতে আকাশমণ্ডল বিস্তার করিয়াছেন"।

বাইবেলে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কর্মরত ক্ষমতা বা শক্তিকে বলা হয়," ঈশ্বরের আত্মা"। ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্যসমূহ কাজে পরিণত করবার জন্য স্বর্গদূত, মানুষ, ঘটনা বা পরিস্থিতিকে এই শক্তি বা ক্ষমতার দ্বারা ব্যবহার করেন। অনেকসময় এই শক্তিকে বলা হয় 'পবিত্র আত্মা'। প্রথমত : 'পবিত্র' কথাটির অর্থ হচ্ছে, নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্যের জন্য পৃথক করা। দ্বিতীয়ত : আত্মাকে প্রায় ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং ইংরেজীতে সকল আধুনিক বাইবেল সংস্করণেই 'স্পিরিট' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তথাকথিত বা সাধারণ কোন আত্মার বা অতি প্রাকৃতিক সত্ত্বার করার তেমন কিছুই নাই। এটা এমন কোন সত্ত্বা নয় যা পিতার কাছ থেকে পৃথক করা যায়, কারণ এটি ঈশ্বরের ক্ষমতা।

যীশুর জন্মের সময় পবিত্র আত্মা এসেছিলেন, তাঁর মাতা মরিয়মের সাথে একজন স্বর্গদূতের মাধ্যমে কথা বলেছিলেন, লূক ১:৩৫ -

"...পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসিবেন এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে; এই কারণ যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে"।

এই পদ বলে যে, "পবিত্র আত্মা" ও 'পরাৎপরের শক্তি'.....এবং বলেন "ঈশ্বরের পুত্র" বলা যাইবে যা সম্পূর্ণভাবে পৃথক ও কখনই ত্রিত্বের অংশ হিসাবে কোন ব্যক্তি নয়।

তাঁর আত্মা দ্বারাই ঈশ্বর ভাববাদী ও প্রেরিতদের মাধ্যমে বাইবেল লেখান।

ঈশ্বর যা কিছু লেখাতে চেয়েছেন সেসব কথাগুলি লেখার জন্য পবিত্র আত্মা তাদের মনে নির্দেশনা দান করেছেন। একারণে ২য় পিতর ১:২১ পদে আমরা পড়ি :

"কারণ ভাববাণী কখনও মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন"।

একারণে বাইবেলে যা কিছু লেখা হয় তা অবশ্যই সত্য যেহেতু তা ঈশ্বর তাঁর পবিত্র আত্মার মাধ্যমে লিখেছেন।

সুতরাং পবিত্র আত্মা দ্বারা সম্পাদিত যে কোন বিশেষ কাজও ঈশ্বর নির্দেশিত যেমন, তাঁর উদ্ধার কাজ। আর এভাবেই ভাববাদীদের মাধ্যমে পবিত্র আত্মার দ্বারা মানুষের কাছে ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটানো হয়েছে; পবিত্র আত্মার দ্বারাই যীশু জন্মলাভ করেন এবং তাঁর দ্বারাই তিনি বড় বড় কাজ করতে ও পিতার বাক্য তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন; তাঁর দ্বারাই প্রেরিতরা সত্য পথে পরিচালিত হন এবং তাদের আশ্চর্যজনক সব কাজের সাথে তাদের বার্তা সকল প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। পবিত্র আত্মার বিশেষ দান দেওয়া হয়েছিল প্রাথমিক মণ্ডলীকে এবং পবিত্র আত্মার মাধ্যমেই ঈশ্বর বিশ্বাসীদের মাঝে সব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন।

শিষ্যদের কাছে পবিত্র আত্মা প্রেরণের প্রতিজ্ঞা–

শিষ্যদের কাছে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল যে পবিত্র আত্মা বা ঈশ্বরের শক্তি তারা লাভ করবে যেন যীশু তাদেরকে যেসব শিক্ষা দিয়েছেন সেসব তারা বিভিন্ন স্থানে বহন করে নিয়ে যেতে পারেন। যোহন ১৪:২৫-২৬ পদে যীশু বলেন, "তোমাদের নিকটে থাকিতে থাকিতেই আমি এই সকল কথা কহিলাম। কিন্তু সেই সময় পবিত্র আত্মা, যাহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়ে দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সেই সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন"। এখানে যীশু পবিত্র আত্মার কাজের কথা বলাতে তা একজন ব্যক্তির কাজের কথা বোঝায় । এজন্য অনেকে বিশ্বাস করেন, পবিত্র আত্মা এখানে একজন ব্যক্তি হওয়ায় - তিনি আসলে ঈশ্বর। কিন্তু আমরা আগেই বাইবেল থেকে একথা জেনেছি যে এটি ঈশ্বরের শক্তি বা ক্ষমতা। একারণে পবিত্র আত্মা একজন ব্যক্তি-এই ধারণা সঠিক নয়। প্রেরিত ১:৫ পদে যীশু শিষ্যদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, "...কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হইবে বেশি দিন পরে নয়"। এবার আপনি প্রেরিত ২য় অধ্যায়টি পড়ুন কি ঘটেছিল তা জানার জন্য। আপনি দেখবেন, পবিত্র আত্মা সমস্ত ঘরটিকে কাঁপিয়ে প্রবেশ করলেন যেখানে শিষ্যরা একত্রিত হয়েছিলেন। আর এরপর থেকে তারা যীশুর কথা অনুসারে বড় বড় আশ্চর্য কাজ করতে সক্ষম হয়েছিল।

আমরা জেনেছি যে যারা বাইবেল লিখেছিলেন তারা পবিত্র আত্মার শক্তিতে লিখেছেন। আর একবার যীশু বলেছেন যোহন ৬:৬৩ পদে, "...আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা আত্মা ও জীবন..."। আমরা যখন পড়ি ও ঈশ্বরের বাক্য - বাইবেল সম্পর্কে বোঝার চেষ্টা করি, তখন এক অর্থে আমরা পবিত্র আত্মার শক্তিতে তা গ্রহণ করি, যা খুবই প্রয়োজন, ইফিষীয় ৬:১৭ পদ দেখুন। এটা আমাদের জীবনে আশ্চর্য পরিবর্তন আনতে সক্ষম, আমাদের মনোভাব ও লক্ষ্য পরিবর্তনে সক্ষম।

পবিত্র আত্মা সম্পর্কে আমরা কি শিখলাম ?

১. পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের শক্তি - এটি কোন ব্যক্তি নয়।

২. পবিত্র আত্মার শক্তিতেই বাইবেল লেখা হয়েছে।

৩. যীশু পবিত্র আত্মার শক্তি অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তিতেই জন্মলাভ করেন।

৪. পবিত্র আত্মা দ্বারাই ভাববাদী ও শিষ্যরা সকল বড় বড় কাজ সম্পন্ন করেন।

আত্মিক দান

যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন যে তারা বিশেষ ক্ষমতা লাভ করবে। মার্ক ১৬:১৭-১৮ পদে আমরা এসম্পর্কে জানতে পারি। কেন যীশু তাদের এই ক্ষমতা দেবার প্রতিজ্ঞা করেন ? এক্ষেত্রে ত্রটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে শিষ্যরা যেসব সুসমাচারের বাক্য প্রচার করেন সেসবই আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে। এবং একারণেই শিষ্যরা পঞ্চাশত্তমীর দিনে তারা এমন অজানা ভাষায় প্রচার করতে সক্ষম হয়েছিল যেসব ভাষা তারা কখনই শেখেনি এবং এগুলি তারা ঈশ্বরের ক্ষমতা ছাড়া কখনই বলতে পারতেন না। আর একেই বলা হয়েছে পরভাষায় কথা বলা। প্রেরিত ২:১-১১ অংশ হতে আপনি নিজেই এবিষয়ে পড়ুন। পবিত্র আত্মার দান মণ্ডলীকে পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে। ফলে বহু লোক যীশুতে বিশ্বাস করে এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে। তাদের এই নতুন বিশ্বাস গ্রহণের ক্ষেত্রে এবং যেহেতু তখনও তাদের কাছে সম্পূর্ণ বাইবেল ছিল না সেজন্য পরিচালনার ক্ষেত্রে পবিত্র আত্মার সাহায্য তাদের খুবই প্রয়োজন ছিল।

সুতরাং আত্মিক দানের দ্বিমাত্রিক প্রয়োগ হয়েছিল, প্রথমত : অন্যদেরকে সুসমাচারের বার্তায় বিশ্বাস স্থাপন করতে সাহায্য করা এবং দ্বিতীয়ত : তাদেরকে পরিচালনা করা ও প্রাথমিক মণ্ডলীকে একটি সুশৃংখল পথে নিয়ে যাওয়া। তাহলে এই আত্মিক দানগুলি কি ছিল ? ১ম করিন্থীয় ১২:২৮-২৯ পদে প্রেরিত পৌল এমন কতকগুলি আত্মিক দানের তালিকা দিয়েছেন। প্রথম ৩টি দান খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেগুলি প্রাথমিক খ্রীষ্টিয়ানদের শিক্ষা দানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

প্রেরিত পৌল বলেন এসব দান কারো কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া বা চলে যাওয়া সম্ভব। ১ম করিন্থীয় ১৩:৮ পদে আমরা পড়ি,

> "প্রেম কখনও শেষ হয় না; কিন্তু যদি ভাববাণী থাকে, তাহার লোপ হইবে; যদি বিশেষ বিশেষ ভাষা থাকে, সেই সকল শেষ হইবে; যদি জ্ঞান থাকে, তাহার লোপ হইবে"।

ঈশ্বর থেকে আলাদাভাবে পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মার দান সরাসরি প্রেরিতদের মাঝে, যেমন কর্ণেলীয় ও প্রেরিত পৌলকে দান করা হয়েছিল, (প্রেরিত ৮:১৪-১৮) এবং যখন প্রেরিতরা মারা গেল পবিত্র আত্মার দানও তাদের কাছ থেকে চলে গেল।

তবে এটা মনে হতে পারে যে আত্মিক দানগুলি হঠাৎ করেই নিয়ে যাওয়া হয়নি, কিন্তু সময় শেষ হয়ে যাবার পর যারা এই দান ধারণ করতেন তারা মারা যান এবং তারা তাদের উত্তরসূরী বিশ্বাসীদের সেটা দিয়ে যেতে সক্ষম হননি। ১ম করিন্থীয় ১৩:১৩।

আজকেও কি এমন আত্মিক দান ধারণ করেন ?

১ম করিন্থীয় ১৩ অধ্যায় পৌল কি বলেছেন তা আমরা পড়েছি এবং তাহলে উত্তর হচ্ছে, 'না'। প্রথম শতাব্দীতে এসব আত্মিক দান করা হয়েছিল লোকদেরকে এবিষয়ে সম্মত হতে সাহায্য করেছিল যে প্রেরিতরা যা কিছু প্রচার করছিল তা সবই ছিল প্রকৃত সত্য। বাইবেল পূর্ণাংগভাবে গঠিত ও সকলের কাছে সেই সত্য সহজলভ্য না হওয়া পর্যন্ত এটি প্রয়োজন ছিল। প্রকৃত মণ্ডলী ঈশ্বরের বাক্য বিশ্বাস করে ও প্রচার করে। আজকে যারা এই ক্ষমতা বা শক্তি পেয়েছেন বলে দাবি করেন, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যে যা শিক্ষা দেওয়া হয়নি সেসব বিষয়ে প্রচার করেন তাহলে তাদের সেই দাবি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

আমরা যখন বাইবেল পড়ি তখন প্রকৃত অর্থেই আমরা ঈশ্বরের আত্মা বা তাঁর সেই শক্তি লাভ করি, যার ফলে যদি আমরা রক্ষা পেতে ইচ্ছা করি তবে তা আমাদের জীবনকে পরিবর্তিত করে। তাহলে আসুন যত বেশি

সম্ভব বাইবেল পাঠ করে আমরা এটা প্রমাণ করে দেখাই যে ঈশ্বরের সেই সুন্দরতম দানকে যথার্থই স্বীকার করি।

পবিত্র আত্মা আসলে সত্যের আত্মা এবং বাইবেলে আছে এজন্য যেন আমরা সত্য দ্বারা পরিচালিত হতে পারি; যোহন ১৪:১৬ পদ বলে," আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন; তিনি সত্যের আত্মা...."। আজকের পবিত্র আত্মা (ঈশ্বরের শক্তি) আমাদের সাথে রয়েছে। আমরা যখন নত নম্রভাবে ও প্রার্থনা সহকারে পবিত্র বাইবেল পড়ি তখন কেবল সেই পবিত্র বাইবেলেরই আছে আমাদের কাছে ঈশ্বরের পরিকল্পনা জ্ঞান ও উদ্দেশ্য এই পৃথিবীর জন্য ও আমাদের প্রতি কি তা প্রকাশ করার ক্ষমতা।

সারসংক্ষেপ

১. প্রাথমিক মণ্ডলীর খ্রীষ্টিয়ানদের কাছেই কেবল পবিত্র আত্মিক দান দেওয়া হয়।

২. তিনটি উদ্দেশ্য নিয়ে এই আত্মিক দান দেওয়া হয়-

ক. অবিশ্বাসীদের মাঝে চিহ্ন বা স্বাক্ষর তুলে ধরবার জন্য।

খ. প্রাথমিক মণ্ডলী গড়ে তুলতে সাহায্য করার জন্য।

গ. নূতন নিয়ম লিখতে অনুপ্রাণিত করে তোলার জন্য।

৩. নূতন নিয়ম লেখা শেষ না হওয়ার সময় পর্যন্ত অধিকাংশ আত্মিক দানগুলি দেওয়া হয়।

প্রশ্নাবলী ঃ পাঠ ৪
পবিত্র আত্মা ও আত্মিক দান

১. কার বাক্যে আকাশ মন্ডল নির্মিত হইল ? কার শক্তিতে পৃথিবী তিনি গঠন করেছেন ?

২. বাইবেলে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কর্মরত ক্ষমতা বা শক্তিকে কি বলা হয় ? কাদের মাধ্যমে এই শক্তি বা ক্ষমতা তিনি ব্যবহার করেন ?

৩. অনেক সময় ঈশ্বরের এই শক্তিকে কি বলা হয় ? পবিত্র কথাটির অর্থ কি ?

৪. যীশুর জন্মের সময় তার মাতা মরিয়মের কাছে কোন শক্তির অবস্থান লক্ষনীয় ? সেই সময় যে সন্তান জন্মিবেন, সে কেমন হবেন এবং তাকে কাহার পুত্র বলা যাইবে ?

৫. কাহার আত্মা দ্বারা কে, ভাববাদী ও প্রেরিতদের মাধ্যমে কি লেখান ? এই পবিত্র বাক্য লেখার জন্য কোন শক্তি তাদের মনে নির্দেশনা দান করেন ?

৬. ২য় পিতর ১:২১ পদ পড়ে, বলুন তো, ভাববাণী কখনও কি মনুষ্যের ইচ্ছানুযায়ী উপনীত হয়েছে ? বাইবেলে যা কিছু লেখা হয় তা অবশ্যই সত্য - এর কারণ হিসাবে আপনার বক্তব্য কি ?

৭. পবিত্র আত্মা দ্বারা সম্পাদিত যে কোন বিশেষ কাজ, কাহার নির্দেশনা? পবিত্র আত্মার শক্তিতে কে, জন্ম লাভ করেন ?

৮. যীশু কোন শক্তি দ্বারা বড় বড় আশ্চর্য্য কাজ ও তার পিতার বাক্য তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন ?

৯. প্রাথমিক মণ্ডলী গঠনের জন্য ঈশ্বর তাদের কি দিয়ে সাহায্য করেছিলেন ? ঈশ্বরে বিশ্বাসীরা সব কর্মকান্ড কাহার মাধ্যমে পরিচালনা করতেন ?

১০. যীশু তার শিষ্যদের কাছে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ? যে সব শিক্ষা তিনি দিয়েছিলেন সে সব তারা বিভিন্ন স্থানে কোন শক্তি বা ক্ষমতার দ্বারা বহন করে নিয়ে যেতে পারতেন ?

১১. যোহন ১৪:২৫-২৬ পদ অনুযায়ী যীশু যে সহায় পাঠাবার কথা বলেছিলেন তা কি ? তা কাহার নামে পাঠাবেন ?

১২. পবিত্র আত্মা কি একজন ব্যক্তি, না এটি একটা শক্তি বা ক্ষমতা। - এর সমন্ধে আপনার অভিমত কি ?

১৩. প্রেরিত ১:৫ পদে যীশু শিষ্যদের কাছে কি বলেছিলেন ? শিষ্যরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হয়ে কোন শক্তি বা ক্ষমতার মাধ্যমে বড় বড় আশ্চর্য্য কাজ করতে সক্ষম ?

১৪. পবিত্র আত্মা ঈশ্বর না ঈশ্বরের শক্তি ?

১৫. বাইবেল কোন শক্তিতে লেখা ?

১৬. প্রাথমিক মণ্ডলী অর্থাৎ প্রথম খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে যীশুর শিষ্যরা পঞ্চাশওমীর দিনে তারা কিভাবে এমন অজানা ভাষায় প্রচার করতে সক্ষম হয়েছিলো ?

১৭. সেই সময়ে শিষ্যরা যে সব আজানা ভাষাগুলিতে কথা বলেছিলো সেই ভাষার উপর কি তাদের কোন চর্চ্চা বা প্রশিক্ষন ছিলো ?

১৮. কি কারণে ঈশ্বর যীশুর শিষ্যদের এই প্রাথমিক মণ্ডলীতে এমন অজানা ভাষায় প্রচার করার ক্ষমতা দিলেন ?

১৯. প্রাথমিক মণ্ডলীকে পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন্ দান ব্যাপকভাবে সাহায্য করে থাকে ? এর ফলাফল কি ?

২০. প্রাথমিক মণ্ডলী গঠনের সময় কি সম্পূর্ণ বাইবেল পৃথিবীতে ছিলো ? তাহলে তারা কিভাবে পরিচালিত হতো ?

২১. প্রাথমিক মণ্ডলীতে আমরা দেখি পবিত্র আত্মার দানের দ্বিমাত্রিক প্রয়োগ ছিলো তা কি কি ?

২২. যদি আমরা ১ম করিন্থীয় ১৩:৮ পদ পড়ি সেখানে ৪টি বিষয় যথা প্রেম, ভাববাণী, বিশেষ বিশেষ ভাষা, জ্ঞান আছে, এর মধ্যে কোন্‌টি শেষ হবে না, আর কোনগুলির থাকবে না, বা লোপ পাবে ?

২৩. ১ম করিন্থীয় ১৩:৮ পদ অনুসারে আমরা কি বুঝি এই পবিত্র আত্মার দান পৃথিবীর শেষ অব্দি চলতে থাকবে না, প্রাথমিক মণ্ডলী গঠন পর্যন্ত থাকবে ?

২৪. ১ম করিন্থীয় ১৩:১৩ পদ পড়লে আমরা দেখবো এখনো সেই ভাববাণী, বিশেষ বিশেষ ভাষা ও জ্ঞান কি আছে ? না এখন আছে বিশ্বাস, প্রত্যাশা ও প্রেম। তাহলে কি এটা বোঝা যায়, যে যখন প্রাথমিক মণ্ডলীর প্রেরিতরা মারা গেল, পবিত্র আত্মার দান ও তাদের কাছ থেকে চলে গেল ?

২৫. যদি আমরা ১ম করিন্থীয় ১৩:১১ পদ দেখি সেখানে লেখা আছে "আমি যখন শিশু ছিলাম তখন শিশুর ন্যায় কথা কহিতাম শিশুর ন্যায় চিন্তা করিতাম, শিশুর ন্যায় বিচার করিতাম এখন মানুষ হইয়াছি বলিয়া শিশুভাবগুলি ত্যাগ করিয়াছি। এর ভাবার্থ কি বোঝা যায় যীশু উর্দ্ধেনীত হওয়ার পরে প্রথম মণ্ডলী গঠন অনেকটা শিশুর মতই নয় কি ? শিশুকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কি মায়ের দুধের প্রয়োজন নয় ? তেমনি কি মণ্ডলী গঠনের জন্য সেই সময় সাহায্যকারী হিসাবে পবিত্র আত্মার দানের প্রয়োজন হয় নাই ? - আপনার কি মতামত ?

২৬. ১ম করিন্থীয় ১৩ অধ্যায় ভালকরে পড়লে কি মনে হয়, যে সেই প্রাথমিক মণ্ডলীর বৃদ্ধি হয়েছে সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। এখন সেই মণ্ডলী আর শিশু নয় মনুষ্য হয়েছে আর তাই শিশু মণ্ডলী গঠনের জন্য যা প্রয়োজন তা ঈশ্বর আস্তে আস্তে গঠনের শেষে তুলে নিয়েছেন ? অর্থাৎ সেই আত্মিক দান আজকে আর কেই ধারণ করের না - এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি ?

২৭. যদি কেহ আপনার সামনে, কোন সভায় বা মিটিং এ, আপনি সহ অন্য কেহ বোঝেন না, এমন ভাষা ব্যবহার করে প্রার্থনা করেন, বা রোগী সুস্থ করতে চেষ্টা করেন তাহলে তার সমন্ধে আপনার ব্যক্তব্য কি ?

২৮. কাদের কাছে কেবল পবিত্র আত্মিক দানগুলি দেওয়া হয়েছিলো ? কি উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছিলো ?

২৯. কোন সময় পর্যন্ত অধিকাংশ আত্মিক দান দেওয়া হয় ?

৩০. এমন একটি পদ আপনি উল্লেখ করতে পারেন যা দ্বারা বোঝা যায় পবিত্র আত্মা দ্বারা পবিত্র বাইবেল লেখা হয়েছে ?

৩১. একটি কারণ লিখুন যে কেন পবিত্র আত্মার দান প্রথম খ্রীষ্টিয়ানদের মাঝে দান করা হয়েছিলো ?

৩২. যদি আমরা প্রেরিত ৮:১৮-১৯ পদ পড়ি আমরা কি সেখানে দেখি ? এই আত্মিক দান টাকার বিনিময়ে ক্রয় করা যায় ? এখানে কে এই দান ক্রয় করতে চেয়েছিলো ?

৩৩. আপনি কি মনে করেন যে কেউ বর্তমানে এই আত্মিক দান প্রাপ্ত হতে পারে ?

পাঠ - ৫
যীশু খ্রীষ্ট

বাইবেল পাঠ ঃ
লূক ২ অধ্যায়; ইব্রীয় ১:২

যীশু কে ছিলেন ?

যীশু একজন সাধারণ লোক ছিলেন না, তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র। সুসমাচার লেখক লূক যীশুর জন্ম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। একজন স্বর্গদূত মরিয়মের সাথে কথা বললেন, যিনি খুব সুন্দর চরিত্রের এক অবিবাহিতা যিহূদী মহিলা ছিলেন, লূক ১:৩০-৩৫। স্বর্গদূতটি মরিয়মকে বললেন,

> "মরিয়ম, ভয় করিও না, কেননা তুমি ঈশ্বরের নিকটে অনুগ্রহ পাইয়াছ। আর দেখ, তুমি গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে ও তাহার নাম যীশু রাখিবে..." এরপর মরিয়ম ঐ দূতকে বললেন,"ইহা কিরূপে সম্ভব" ? আমি তো পুরুষকে জানি না"। এবং স্বর্গদূত উত্তর দিয়ে বললেন, "পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসিবেন, এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপর ছায়া করিবে; এই কারণ যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে"।

সুতরাং যীশু জন্মেছিলেন ঈশ্বরের পুত্র ও মরিয়মের পুত্র হিসাবে। তাঁর মায়ের দিক থেকে যীশু মানবীয় সব প্রকৃতি লাভ করেছিলেন এবং পিতার দিক থেকে ঈশ্বরীয় স্বভাব-চরিত্র গড়ে তোলার শক্তি ধারণ করার ও সবসময় পিতার ইচ্ছার প্রতি বাধ্য থাকার আকাংখা পেয়েছিলেন।

একজন সাধারণ শিশুর মতই যীশু বড় হয়ে ওঠেন। লূক ২:৫২ পদ বলে, "পরে যীশু জ্ঞানে ও বয়সে এবং ঈশ্বরের ও মনুষ্যের নিকটে অনুগ্রহে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেন"। সুস্পষ্টভাবে যীশু কখনই 'ঈশ্বর' ছিলেন না বা ঈশ্বরের সমকক্ষ ছিলেন না বা কোন শিশুর শরীরের বসবাসকারী কোন স্বর্গদূত

ছিলেন না, কারণ তিনি ক্রমশ 'বড় হয়ে ওঠেন', আর তিনি আগে থাকতেই সবকিছু জানতেন না - তাকে অন্য আর দশজন শিশু বা বালকের মতই সবকিছু শিখতে হয়েছিল।

যীশু নিজেও বলেছেন যে, তিনি ঈশ্বরের সমান নয়। বহুবার তিনি বলেছেন যে তিনি তার পিতার অধীনে। এর কিছু উদাহরণ যেমন -

> যোহন ৫:১৯- "...সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, পুত্র আপনা হইতে কিছুই করিতে পারে না, কেবল পিতাকে যাহা করিতে দেখেন, তাহাই করেন"।
>
> যোহন ১৪:২৮ "...যদি তোমরা আমাকে প্রেম করিতে তবে আনন্দ করিতে যে, আমি পিতার নিকটে যাইতেছি; কারণ পিতা আমা অপেক্ষা মহান"।

তিনি অন্যান্যদের মত একজন মানুষ হিসাবেই বড় হয়ে উঠেন, ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর শিক্ষাদানের পরিচর্যা শুরু করেন। সমস্ত প্রলোভনকে জয় করে তিনি অত্যন্ত নিখুঁত বা নির্দোষ অথচ ব্যাপকভাবে ঈশ্বরের সেবা করেন।

> ১ম পিতর ২:২২ পদ বলে, "তিনি পাপ করেন নাই, তাহার মুখে কোন ছল ওপাওয়া যায় নাই"।
>
> ইব্রীয় ৪:১৫ পদ বলে, "কেননা আমরা এমন মহাযাজককে পাই নাই, যিনি আমাদের দুর্বলতাঘটিত দুঃখে দুঃখিত হইতে পারেন না, কিন্তু তিনি সর্ববিষয়ে আমাদের ন্যায় পরীক্ষিত হইয়াছেন, বিনা পাপে"।

যীশুর সমস্ত প্রকৃতি ছিল আমাদের মতই। বার বার তাঁকে ভুল বা পাপ করানোর জন্য প্রলোভিত করা হয়, কিন্তু তিনি কখনই তা করেননি এবং শেষ পর্যন্ত পাপহীন ছিলেন। একারণেই তিনি জগতে বসবাসকারী অন্য যে কোন মানুষের তুলনায় একেবারে ভিন্ন ছিলেন।

যীশু যদি নিজেই ঈশ্বর হতেন বা কোন মহান স্বর্গদূত হতেন তবে তাঁর নিশ্চয় স্বর্গীয় প্রকৃতি ও একেবারে নিখুঁত চরিত্র পৃথিবীতে আসার আগে থাকতেই থাকত। কোন প্রলোভনই তাঁর কাছে বাস্তবে আসতে পারত না।

মাত্র সাড়ে তিনবছর পরিচর্যা কাজ করার পর যীশু মৃত্যুবরণ করেন। সুতরাং কিভাবে খ্রীষ্ট একজন মানুষ যিনি অবশ্যই মারা যান তার থেকে একেবারে পৃথক হতে পারেন? অনেকে হয়ত বলতে পারেন, তাঁর দেহটি শুধু মারা গিয়েছিল এবং তাঁর আত্মা দেহের বাইরে থাকতে পারে তাই সেটি জীবিত ছিল, কিন্তু বাইবেল আমাদেরকে আরো বলে যে, "কারণ তিনি মৃত্যুর জন্য আপন প্রাণ ঢালিয়া দিলেন" যিশাইয় ৫৩:১২। যীশুর এমন ভীতিপ্রদ মৃত্যুর সময়েও আমাদের জন্য অশ্রুপাত সহকারে তাঁহারই নিকটে প্রার্থনা ও মিনতি উৎসর্গ করিয়াছেন, যিনি মৃত্যু হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ এবং আপন ভক্তি প্রযুক্ত উত্তর পাইলেন।

যীশু তাঁর নির্দোষ জীবনযাপন দ্বারা আমাদের কাছে ঈশ্বরের স্বভাব-চরিত্রকে তুলে ধরেছেন-

> "ঈশ্বর পূর্বকালে বহুভাগে ও বহুরূপে ভাববাদীগণে পিতৃলোকদিগকে কথা বলিয়া, এই শেষ কালে পুত্রেই আমাদিগকে বলিয়াছেন, তিনি ইহাকেই সর্বাধিকারী দায়াদ করিয়াছেন...। ইনি তাঁহার প্রতাপের প্রভা ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক এবং আপন পরাক্রমের বাক্যে ধারণকর্তা হইয়া পাপ ধৌত করিয়া ঊর্ধ্বলোকে মহিমার দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন। স্বর্গদূতগণ অপেক্ষা যে পরিমাণে উৎকৃষ্ট নামের অধিকার পাইয়াছেন, তিনি সেই পরিমান শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন" ইব্রীয় ১:১-৪।

ঈশ্বরের সর্বময় পরিকল্পনা

ঈশ্বর সর্বজ্ঞ বা সবকিছুই জানেন। তিনি অতীত জানেন ও ভবিষ্যতও জানেন, ঈশ্বর যখন এই পৃথিবীর উপরে নর ও নারীকে আনেন তখনই তিনি জানতেন যে তারা পাপ করবে। তিনি এটাও জানতেন, সকলে পাপ করলেও তাদের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক তাঁর সেবা করবেন।

কিন্তু ঈশ্বর যিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ ও পাপহীন এবং যিনি পাপ ঘৃণা করেন তিনি তাঁর জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও ভালোবাসায় একটি উপায় স্থির করলেন যেন সেই পথে নিজেদেরকে নির্দোষ করে ধার্মিক গণিত হতে পারে। এখানে যীশু সমগ্র পাপী মানবজাতির পক্ষে একজন প্রতিনিধির মত যিনি পাপহীন

ছিলেন। ঈশ্বর মানুষের জন্য এই একটি উপায়ই স্থির করেছিলেন এবং সেটি ছিল তাঁর নিজের প্রিয় পুত্রের মাধ্যমে গৃহীত এক পথ, অন্য আর একটি পাঠে এ সম্পর্কে আমরা আরো কিছু জানতে পারবো। তবে একথা বলাই যথেষ্ট যে ঈশ্বর পরিকল্পনা নিয়েছিলেন যেন ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করেন, যখন ঈশ্বর কোন কিছু করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন সম্পাদন করা হয়েছে বলে ধরা হয়। এজন্য প্রেরিত পৌল বলেন রোমীয় ৪:১৭ পদে যে "...যিনি মৃতগণকে জীবন দেন, এবং যাহা নাই, তাহা আছে বলেন"। যিরমিয় ১:৪-৫ ও ইফিষীয় ১:৪-৫ অংশগুলিও পড়ুন। প্রেরিত পিতর ১ম পিতর ১:২০ পদে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে খ্রীষ্টের কথা সম্পর্কে লিখেছেন-

> "তিনি জগত পত্তনের অগ্রে পূর্বলক্ষিত ছিলেন, কিন্তু কালের পরিণামে তোমাদের নিমিত্ত প্রকাশিত হইলেন"।

এখানে 'পূর্বলক্ষিত' কথাটির অর্থ হচ্ছে,'আগেই সবকিছু ঠিক করা' বিশেষ কাজ বা দায়িত্বের জন্য পৃথক করে রাখা, নিয়োগ করে রাখা ও পবিত্র করে পৃথক করা। আর 'প্রকাশিত' কথাটির অর্থ পরিষ্কার করে দেখানো, 'প্রদর্শিত করা', 'সাজিয়ে দেখানো'। সুতরাং পিতর এখানে স্পষ্ট করে যা বলতে চান তা হচ্ছে যে যীশু ও তাঁর ভূমিকা বা কাজ কি হবে তা সৃষ্টির আগেই ঈশ্বর পরিকল্পনা করে রাখেন এবং সঠিক বা নিরূপিত সময় সেই পরিকল্পনা তাঁর জন্ম ও প্রকাশ হওয়ার মাধ্যমে মানবজাতিকে দেখানো হয়েছে।

আমরাও ঠিক একই রকমভাবে পরিকল্পনা করে থাকি। প্রতিদিন আমরা পরিকল্পনা করি কি কি কাজ করব এবং সেগুলো সঠিক সময়ে বাস্তবায়ন করে থাকি। তবে আমাদের সাথে তাঁর পার্থক্যটি হচ্ছে যে আমরা সবসময় আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারিনা, কিন্তু ঈশ্বর সবসময়ই বাস্তবায়নে সফল হন।

সত্যিই কি যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন ?

এই বিষয়টি নিয়ে নানা মানুষের মাঝে নানা অভিমত রয়েছে, এই বিষয়কে বলে, "খ্রীষ্টের পূর্ব অস্তিত্ব"।

যীশু এবিষয়ে একটি বেশ সরল মন্তব্য করেছেন যে (যোহন ৬:৩৮) - "কেননা আমার ইচ্ছা সাধন করিবার জন্য আমি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসি নাই, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহারই ইচ্ছা সাধন করিবার জন্য"। কিন্তু তার অর্থ কি এই যে তিনি আসলে আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে এসেছেন ? দুই রকমভাবে এই ধারণাকে প্রকাশ করা যায়, আক্ষরিক ও আলঙ্কারিকভাবে। এই একই অধ্যায়ের (যোহন ৬) ৫৩ ও ৫৪ পদে যীশু আর একটি কথা বলেছেন, "...সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা যদি মনুষ্যপুত্রের মাংস ভোজন ও তাঁহার রক্ত পান না কর, তোমাদের মধ্যে জীবন নাই"। এটি আলঙ্কারিক,প্রতিকী অথবা রূপক ভাষা যার অর্থ বাহ্যিকভাবে নয় কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে বোঝা যায় ও তা নিয়ে একটু চিন্তা করতে হয়। আমরা অবশ্যই যীশুর আসল মাংস খাইনা বা তাঁর রক্ত পান করিনা। তাহলে কথাগুলো, "আমি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসি নাই" এই কথাগুলো আক্ষরিক অথবা আলঙ্কারিক ? এটা চিন্তা করার অনেক কারণ আছে যে এগুলি আলঙ্কারিক। আবার ঐ একই অধ্যায়ের ৩১ পদ বলছে, "...যেমন লেখা আছে তিনি ভোজনের জন্য তাহাদিগকে স্বর্গ হইতে খাদ্য দিলেন"। এই কথা দ্বারা তিনি স্মরণ করাতে চাইলেন সেই ঘটনা যখন মিশর দেশ হতে মুক্ত হয়ে ইস্রায়েল সন্তানরা প্রান্তর দিয়ে আসছিল তখন ঈশ্বর তাদেরকে মান্না খেতে দেন। এটা অবশ্যই আলঙ্কারিক। ইস্রায়েলীয়রা প্রান্তরের সব জায়গায় মান্না দেখতে পেয়েছিল, যদিও বাইবেল বলে, ঈশ্বর স্বর্গ হতে তাদেরকে রুটি দেন।

যোহন ১:৬ পদে আমরা পড়ি, একজন মনুষ্য উপস্থিত হইলেন, তিনি ঈশ্বর হইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম যোহন। এই যোহন বাপ্তাইজকের অসাধারণ জন্ম ঘটনা সম্পর্কে আমরা পড়ি লূক ১:৫-২৫ ও ৫৭-৮০ পদগুলিতে। যোহন বাপ্তাইজক কখনই স্বর্গ হতে এ পৃথিবীতে নেমে আসেন নাই, কারণ তিনি পূর্ণ মানসিকভাবেই বড় হয়ে ওঠেন, কিন্তু আলঙ্কারিকভাবে একথা বলা হয়, তাকে নিয়ে ঈশ্বরের এই বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল যে তিনি যীশু খ্রীষ্টের পথ প্রস্তুত করবেন।

তাঁর মাতা মরিয়মের গর্ভে ঈশ্বর কর্তৃক অলৌকিকভাবে প্রায় দুই হাজার বছর আগে এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার আগে এখানে তার কোন দৈহিক অথবা আত্মিক উপস্থিতি ছিলনা (এই জগত সৃষ্টির প্রায় ৪ হাজার বছর পর)। এজন্য লূক ১:৩৫ পদটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।

যীশু ঈশ্বরের অন্তরে ছিলেন একটি চিন্তা হিসাবে, এই পৃথিবীকে নিয়ে তাঁর একটি বিশেষ পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যের অংশ হিসাবে সৃষ্টির আরও আগে এটি ছিল ঈশ্বরের অন্তরে এবং সঠিক নিরূপিত সময়ে জন্মগ্রহণ করেন।

এজন্য তিনি অবশ্যই ঈশ্বর ছিলেন না, স্বর্গদূতও নয়, তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র, কুমারী মরিয়মের গর্ভে তার জন্ম হয়। আমাদের মতই তারও মরণশীল প্রকৃতি থাকায় তিনি মানবজাতির সঠিক প্রতিনিধি ছিলেন। আমরা মানুষ হিসাবে যেমন প্রলোভন ও দুঃখকষ্ট ভোগ করি তেমনি তিনিও করেছেন, তবে তাঁর পিতা ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ উৎসর্গ ও ঈশ্বর কর্তৃক তার শক্তিশালী চারিত্রিক গুণাবলীর কারণে তিনি সব কিছুকে জয় করেছেন।

যীশু খ্রীষ্ট সত্যিই কতনা উত্তম মানুষ ছিলেন! ঈশ্বরের প্রতি ও আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এত বড় ছিল যে তিনি আমাদের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করলেন এবং এখন তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণ পাশে বসে আছেন ও আমাদের পক্ষে কথা বলছেন, রোমীয় ৮:৩৪।

গালাতীয় ৪:৪-৫ পৌল একই কথা বলেছেন,

> "কিন্তু কাল সম্পূর্ণ হইলে ঈশ্বর আপনার নিকট হইতে আপন পুত্রকে প্রেরণ করিলেন; তিনি স্ত্রীজাত, ব্যবস্থার অধীনে জাত হইলেন, যেন তিনি মূল্য দিয়া ব্যবস্থার অধীনে লোকদিগকে মুক্ত করেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব প্রাপ্ত হই"।

"কাল সম্পূর্ণ হইল" পূর্বের বাক্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত এই কথাটি দেখুন মার্ক ১:১৪-১৫, এছাড়া তীত ১:২-৪ পদেও এ সম্পর্কে জানতে পারবেন। উপরের বাইবেলের পদগুলি থেকে সন্দেহাতীতভাবে বোঝা যায় যে যীশু পৃথিবী সৃষ্টির আগেই ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনায় সঠিক সময়ে মরিয়মের মাধ্যমে পৃথিবীতে জন্মলাভ

করেন। এরকমটাই হবার প্রয়োজন ছিল। কেবল মানবজাতির এই মহান প্রতিনিধির সকলের জন্য জীবন দান করার ঘটনাই তাঁকে ঈশ্বরের ধার্মিকতার সন্তুষ্টি এনে দেয়। যীশু একজন দেবতা বা অন্য অমরণশীল কোন ব্যক্তি যদি হতেন তবে তিনি কখনই মানবজাতির প্রতিনিধি হতে পারতেন না তাদের বা তাদের জন্যে জীবন দানও করতে পারতেন না।

ত্রাণকর্তা ও মধ্যস্থতাকারী হিসাবে যীশু

ত্রাণকর্তা: যীশুকে যখন নির্মমভাবে ক্রুশের ওপর টাঙ্গানো হল, তিনি ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। এসময়ে তাঁর শিষ্যরা মনিব বিহীন ও আশাহীন ছিন্ন ভিন্ন মেষ পালকের মত ছড়িয়ে পড়ল। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তারা সাহস পূর্বক সবাইকে, বিশেষ করে ক্ষমতাসীন শাসকদেরকে এই কথা বলতে লাগলেন যে যীশু মৃত্যুকে জয় করে উঠেছেন, তিনি সর্বকালের জন্য জীবিত ছিলেন এবং তারা যেসব অলৌকিক কাজ করছে সেগুলো সবই যীশুর নামের শক্তিতে করছে, যিনি তাদের প্রভু যীশু। দয়া করে এ বিষয়ে প্রেরিত ২:২৯-৩৬ পদগুলি পড়ুন।

আর এভাবেই খ্রীষ্টধর্মের প্রসার ঘটতে শুরু করে এবং সেই সময় হতে ভয়ংকর আর নির্মম সব বিরোধীতা ও নির্যাতন সত্ত্বেও সকল কাজ এগিয়ে চলেছে। তাদের এত সব কাজের শক্তির উৎস ছিলেন পুনরুত্থিত বিজয়ী প্রভু যীশু। তার শিষ্য বা অনুসারীরা তার সাথে খেয়েছেন, তাঁকে স্পর্শ করেছেন, তাঁর সাথে কথা বলেছেন এবং তাদের এক বিরাট সংখ্যক তাঁকে চাক্ষুস দেখেছেন, তার পুনরুত্থান লক্ষ্য করেছেন, সেজন্য যীশুর বিষয় তাদের কাছে কোন স্বপ্ন বা কল্পলোকের কিছু ছিল না, কিন্তু এবিষয়ে তাদের ইতিবাচক ও বাস্তব অনুভূতি ছিল। ১ম করিন্থীয় ১৫:৬ পদে পৌল বলেন, প্রায় পাঁচশত লোক তিনি জীবিত হয়ে উঠার পর তাকে দেখেছেন।

কত বড় আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিষয় এটি! প্রকাণ্ড ক্রুশ কাঠের ওপর প্রহারিত, রক্তরঞ্জিত নিস্তেজ ও প্রাণহীন এক শীর্ণ দেহ, যা সকলে দেখেছে এবং মাত্র ক'দিন পরেই অনন্ত জীবনের মহাশক্তি নিয়ে জীবিত ও ঈশ্বরের সকল বাক্যের সত্যকে সন্দেহাতীতভাবে সত্য প্রমাণ করা। যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু ও

পুনরুত্থানের বিজয়ের সুত্র ধরে তার অনুসারী অনেকেরই মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ় হল যে তারাও মৃত্যু থেকে রক্ষা পেতে পারে ও অনন্ত জীবনের জন্য পুনরুত্থিত হতে পারে।

> মথি ১৮:১১ পদ বলে, "কারণ যাহা হারান ছিল, তাহার পরিত্রাণ করিতে মনুষ্যপুত্র আসিয়াছেন"।
>
> ১ম তীমথিয় ১:১৫ "....খ্রীষ্ট যীশু পাপীদের পরিত্রাণ করিবার জন্য জগতে আসিয়াছেন"।
>
> ইব্রীয় ৭:২৪-২৫ "কিন্তু তিনি অনন্তকাল থাকেন, তাই তাঁহার যাজকত্ব অপরিবর্তনীয়। এই জন্য, যাহারা তাঁহা দিয়া ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিতে পারেন, কারণ তাহাদের নিমিত্ত অনুরোধ করণার্থে তিনি সতত জীবিত আছেন"।

যীশুই "পরিত্রাণ" দিতে সক্ষম। আমরা সকলেই পাপ করেছি, সকলেই দোষী সাব্যস্ত, এজন্য সকলেরই মৃত্যু হওয়া উচিত। কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে ক্ষমা দানের ব্যবস্থা করেছেন। আমরা যদি অনুতপ্ত হই ও ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি তবে তিনি আমাদেরকে ক্ষমা দেবেন, কারণ আমাদের সবার প্রতিনিধি হয়ে যীশু প্রাণ দিয়েছেন।

প্রিয় পাঠক, আমরা আপনাদের কাছে আবেদন জানাই - সময় আসবেই যখন আপনি মারা যাবেন এবং এবিষয়ে ঈশ্বরকে যদি কিছু করার সুযোগ না দেন তবে চিরকালের জন্য মৃতই থেকে যাবেন। আপনি এ নিয়ে চিন্তা করুন বা নাই করুন, এটা একেবারে সত্য যে এই বাস্তবতার কোন পরিবর্তন হয়না। কিন্তু এ সম্পর্কে একটি বিশেষ কাজ আপনার জন্যে করে রেখেছেন, তিনি যীশুকে আপনার পরিত্রাণের জন্য প্রেরণ করেছেন।

ঈশ্বরই যীশুকে মৃত্যু থেকে জীবন্ত করে তুলেছেন এবং আপনি যদি ঈশ্বরের প্রতি বিনয়ী হন ও তার সমস্ত শর্তাবলী মেনে নেন তবে আপনার জন্যও তিনি একই কাজটি করতে পারেন। আর এজন্য সব থেকে বড় কাজটি হচ্ছে, আমাদের পাপের ফল মৃত্যু থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবার জন্য

ঈশ্বর যে ত্রাণকর্তা যীশুকে আমাদের জন্য দিয়েছেন তাঁকে গ্রহণ করা। আমরা যদি স্বীকার করি যে আমরা অসহায় অবস্থার মাঝে আছি এবং আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তাহলে তিনি খুশি হবেন এবং পরিত্রাণের জন্য সাহায্য করবেন, আর সেই সাহায্য আসবে যীশুর মাধ্যমে -

> "বিশ্বাসের আদিকর্তা ও সিদ্ধিকর্তা যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখি; তিনিই আপনার সম্মুখস্থ আনন্দের নিমিত্ত ক্রুশ সহ্য করিলেন, অপমান তুচ্ছ করিলেন এবং ঈশ্বরের সিংহাসনের দক্ষিণে উপবিষ্ট হইয়াছেন" ইব্রীয় ১২:২।

আমরা যখন চিন্তা - চেতনার সেই স্তরে পৌছাই তখনই কেবল আমরা যীশুকে আমাদের জীবনের ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করতে আকাঙ্খিত হয়ে উঠি।

তাহলে আমরা মার্ক ১৬:১৬ পদে উল্লেখিত যীশুর শেষ কথাগুলির কিছু কিছু অন্ততঃ গ্রহণ করবার ব্যাপারে খুবই প্রস্তুত হয়ে উঠব। "যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে"। প্রেরিত ৪:১০-১২ পদগুলিও পড়ুন।

এ বিষয়টির ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া প্রায় অসম্ভব যে মানবজাতি তার মুক্তির জন্য সম্পূর্ণভাবে যীশুর ওপর নির্ভরশীল - ঠিক যেমনটি একজন লেখক প্রকাশ করেছেন যে "যীশু খ্রীষ্ট ছাড়া মানবজীবন যেন অক্ষর বিহীন সাহিত্য, সংখ্যা ছাড়া গণিত ও নক্ষত্র ছাড়া আকাশমণ্ডল বা জ্যোতিঃশাস্ত্র"।

মধ্যস্থতাকারী ঃ যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পরিকল্পনা কি ভূমিকা পালন করেছিলেন? তিনি ঈশ্বরের পুত্র, এইজন্য যেন তিনি সকল পাপকে জয় করতে পারেন এবং মনুষ্যপুত্র (নারীর গর্ভে জন্ম) এজন্য যে আমরা যেমন পরীক্ষা ও প্রলোভনের সম্মুখীন হই তিনিও তেমনি অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এবং এই কারণে তিনি এসব পরীক্ষা প্রলোভন মোকাবেলা করেছেন যে তার সম্পর্কে সত্যই লেখা হয়েছে যে, ইব্রীয় ৪:১৫-

"কেননা আমরা এমন মহাযাজককে পাই নাই, যিনি আমাদের দুর্বলতাঘটিত দুঃখে দুঃখিত হইতে পারেন না, কিন্তু তিনি সর্ববিষয়ে আমাদের ন্যায় পরীক্ষিত হইয়াছেন, বিনা পাপে"।

অপূর্ব একটি চিন্তা এটি যে আমরা এমন একজনের সঙ্গে সম্পর্কিত যিনি আমাদের সবলতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে জানেন এবং এই কারণেই তিনি আমাদের পাপের ক্ষমা প্রদানের জন্য আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের কাছে মিনতি করতে পারেন। ঈশ্বর পুত্র যীশুই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই ভূমিকা পরিপূর্ণভাবে পালন করতে পারেন, কারণ কেবল তিনিই ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ বাধ্যতায় তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন, এমনকি নিজেকে ক্রুশারোপিতও করেছেন এবং তারপরেও তিনি শেষ পর্যন্ত নিজেকে অস্বীকার করেছেন। আর একারণেই পৌলের লেখায় সামান্য হলেও আশ্চর্য হতে হয় - ১ম তীমথিয় ২:৫-৬ -

"কারণ একমাত্র ঈশ্বর আছেন; ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থও আছেন, তিনি মনুষ্য, খ্রীষ্ট যীশু, তিনি সকলের নিমিত্ত মুক্তির মূল্যরূপে আপনাকে প্রদান করিয়াছেন"।

এটা চিন্তা করা একেবারেই ভুল যে অন্য যে কোন ব্যক্তি এই মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পরিপূর্ণ করতে পারবে। কুমারী মরিয়ম অথবা অন্য কোন সাধু ব্যক্তির মধ্যে দিয়ে প্রার্থনা উৎসর্গ করা ঈশ্বরের পরিকল্পনার বাইরের বিষয়। এই বাস্তবতাটি উপলব্ধি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে একমাত্র যীশুই সেই মধ্যস্থতাকারী, তিনিই মানবজাতি ও ঈশ্বরের মধ্যেকার সেতুবন্ধন, তিনি সংযোগ প্রাণকেন্দ্র, আমরা যে পথে ঈশ্বরের কাছে যেতে পারি তার একমাত্র দরজা তিনিই। এর কেউই এই দায়িত্ব পালন করতে পারে না - আর কোন ব্যক্তিই ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত হন নাই।

আসল বাস্তব বিষয়টি এই যে ঈশ্বর তাঁর জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও অনুগ্রহ দ্বারা যীশুকেই মানব জাতির জন্য উদ্ধারকর্তা ও মধ্যস্থতাকারী হিসাবে দান করেছেন- যা আপনার জন্যেও - এটা দেখায় যে ঈশ্বর আমাদের প্রতি কত বেশি যত্নবান। এর প্রতি কি আমাদের সাড়া দান করা উচিত নয়, প্রভুকে আমরা স্বচক্ষে দেখতে পাবো এই আশায় কি তার অন্বেষণ করা উচিত না,

আমাদের উদ্ধারকর্তা ও মধ্যস্থতাকারী যীশুর মধ্যে দিয়ে কি সেই মধ্যস্থতা গ্রহণ করা উচিত না ? ভবিষ্যৎ রাজা যীশু ক্রুশারোপণের আগে যীশুকে পীলাত নানা প্রশ্ন করেন, যার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল,"তবে তুমি কি যিহূদিদের রাজা ? যীশু এর উত্তরে বলেন, "আমি এই জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছি ও এই জন্য জগতে আসিয়াছি, যেন সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিই" (যোহন ১৮:৩৭)।

যীশু রাজা হবেন

এই বাস্তব সত্যটি গোটা বাইবেলে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি শুধুমাত্র ছোট বা বড় কোন দেশের রাজা হবেন না কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর উপরে রাজা হবেন। আর সেই রাজ্যটি হচ্ছে পৃথিবীর ওপরে ঈশ্বরের রাজ্য এবং সেটা ঠিক সেইরকম রাজ্য যা আমরা প্রভুর প্রার্থনায় প্রতিদিন উচ্চারণ করি এভাবে,"তোমার রাজ্য আইসুক, স্বর্গে যেমন পৃথিবীতেও তেমনি পূর্ণ হোক"।

যীশু তাঁর পিতা ঈশ্বরের পক্ষে সমগ্র পৃথিবী শাসন করবেন এবং এর থেকে আরও ভালো কোন রাজার কথা কল্পনা করা যায়না। তিনি এমন একজন শাসক যিনি তার মহানুভবতার জন্য সুখ্যাতিপূর্ণ, তার যে কোন বিষয়ের সত্য যাচাইয়ের বিচক্ষণতা প্রশ্নাতীত এবং তার ক্ষমতা অসীম। যীশু যখন রাজা হবেন তখন এই পৃথিবী হয়ে উঠবে অপূর্ব একটি স্থান এবং সেই সময়ের জন্য আমাদের জন্য অত্যন্ত ভালো একটি কাজ, যা আমাদেরকে সুন্দর এক প্রত্যাশা এনে দেয়। এমন একজন রাজার সন্ধান কখনই পাওয়া যায়নি এবং বাইবেলের পুরাতন ও নূতন নিয়মে সমগ্র পৃথিবীতে রাজা হিসাবে যীশুর ভবিষ্যৎ শাসন সম্পর্কে অনেক কিছু বলা হয়েছে। পৃথিবী নিয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্পর্কিত পরবর্তী একটি পাঠে পৃথিবীর ওপর যীশুর রাজত্বের ফলাফল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে (৭ম পাঠ)। তবে এর মধ্যে এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাসের বিষয় যে ভবিষ্যতে স্থাপিত যীশু খ্রীষ্টের শাসন ও রাজত্বের ফলাফলের সাথে অন্য কোন কিছুরই তুলনা করা যায় না, যে রাজত্ব এই পৃথিবীর ওপরেই হাজার বছরের জন্য স্থাপিত হতে যাচ্ছে। এটা আমাদের ঐকান্তিক আকাঙ্খা যেন

আপনিও পৃথিবীর এই ভাবী রাজা যীশু খ্রীষ্টের রাজত্বের বিষয়ে একই প্রত্যাশা ও কর্ম প্রচেষ্টা ধরে রাখেন।

এ পর্যন্ত এ পাঠে বাইবেল থেকে আমরা যা শিখেছি তা হচ্ছে-

১. ঈশ্বরের পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন, যীশু।

২. মরিয়মের গর্ভে জন্ম নেবার আগে পৃথিবীতে যীশুর কোন উপস্থিতি ছিল না।

৩. যীশু পুত্র ঈশ্বর নয় কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন এবং তিনি আমাদের মতই সকল আবেগ-অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন।

৪. যীশু তাঁর লোকদেরকে পাপ থেকে রক্ষা করার জন্য পৃথিবীতে আসেন।

প্রশ্নাবলী ঃ পাঠ ৫
যীশু খ্রীষ্ট

১. যীশু একজন সাধারণ লোক ছিলেন না, তিনি কার পুত্র ছিলেন ? তার মায়ের নাম কি ? তিনি কি অযিহূদী ছিলেন ? স্বর্গদূত যীশুর জন্মের উৎস কিভাবে বর্ণনা করেন ?

২. যীশু তার মায়ের দিক থেকে কি প্রকৃতি লাভ করেছিলেন এবং পিতারই বা কি প্রকৃতি তার মধ্যে ছিলো ?

৩. যীশু কি অতিমানব, না, সাধারণ শিশুর মতই বেড়ে ওঠেন ? যদি যীশু সাধারণ শিশুর মত বড় হয়ে থাকেন, তবে কেন আজকের অনেক মণ্ডলী তাকে ঈশ্বরের সমকক্ষ বা তাকে ঈশ্বর বলে থাকেন ?

৪. যীশু যখন সাধারণ শিশুর মতই জ্ঞানে ও বয়সে পরিপূর্ণ হতে থাকেন, তিনি কি আগে থেকেই ভবিষ্যতে কি ঘটবে না ঘটবে সমস্ত বিষয় নিজে থেকেই জানতেন ? না তাকে ব্যবস্থা পুস্তক তথা মায়ের কাছ থেকে অন্য আর দশজন শিশুর মতই তাকে সব কিছু শিখতে হয়েছে ?

৫. যীশু নিজে যেখানে বলেছেন যে তিনি ঈশ্বরের সমান নয়, "পিতা আমা অপেক্ষা মহান" - যোহন ১৪:২৮ পদ। তারপর কেন যীশুকে ঈশ্বরের সমান বলি ?

৬. যোহন ৫:১৯ পদ পড়লে আমরা দেখি পুত্র পিতা ছাড়া কিছুই করেন না, পিতাকে যাহা করিতে দেখেন তাহাই তিনি করেন। - এখানে কতজন ব্যক্তির উপস্থিতি আমরা পাই ? তাহলে কিভাবে বলি পিতা ও পুত্র এক ?

৭. যীশু কত বৎসর বয়সে তার শিক্ষাদানের পরিচর্য্যা শুরু করেন ? তিনি কিভাবে ঈশ্বরের সেবা করেন ?

৮. ১ম পিতর ২:২২ পদ অনুযায়ী যীশু কেমন ছিলেন ?

৯. ইব্রীয় ৪:১৫ পদ অনুযায়ী যীশু বিনা পাপে কাদের ন্যায় পরীক্ষিত হইয়াছেন ?

১০. যীশু যদি ঈশ্বর হতেন, বা মহান স্বর্গদূত হতেন, তবে তার নিশ্চয় স্বর্গীয় প্রকৃতি ও একেবারে নিখুত চরিত্র পৃথিবীতে আর আগেই থাকত। কোন প্রলোভনই তার কাছে বাস্তবে আসতে পারত না। - এখন বলুন তেমন প্রকৃতি ও নিখুত চরিত্র পৃথিবীতে তার জন্ম নেবার পূর্বে কি তার ছিলো ? তিনি কেনই বা প্রলোভনের সম্মুখীন হবেন ? - এ সমন্ধে আপনার বক্তব্য কি ?

১১. যীশু মাত্র কত বছর পরিচর্যা করার পর মৃত্যুবরণ করেন ? যীশু একজন মানুষ ছিলেন তাই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন, তিনি যদি ঈশ্বর হতেন তবে এটা কি সম্ভব ছিলো ? নিরাকার ঈশ্বর কি মৃত্যুবরণ করেন ? এমন ঘটনা কি বাইবেল থেকে আপনি দেখাতে পারেন বা স্বর্গদূতগণের কি মৃত্যু আছে ?

১২. যীশু তার নির্দোষ জীবনযাপন দ্বারা আমাদের কাছে কার স্বভাব চরিত্রকে তুলে ধরেছেন ? তিনি এখন কোথায় উপবিষ্ট হইলেন ?

১৩. কে সমগ্র পাপী মানবজাতীর পক্ষে একজন প্রতিনিধির মত পাপ বিহীণ ব্যক্তি হিসাবে ছিলেন ?

১৪. ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির পূর্বে তার সমস্ত পরিকল্পনা কি করতে পারেন না ? সেই সময় তিনি যদি পরিকল্পনা করে থাকেন, এই পৃথিবী সৃষ্টি করবেন মানুষের বসবাসের জন্য। তারা পাপ করবে তাদের ফিরাবার জন্য অনেক অনেক ভাববাদী পাঠাবেন। এ সব কি ঈশ্বরের পূর্ব লক্ষিত বিষয় হতে পারে না ? - এর অর্থ কি, এই হয় না, যে, ঈশ্বরের চিন্তার মধ্যে পূর্বেই যীশু ছিলেন ? - আপনার কি মনে হয়, যীশু কি শারিরীক কাঠামোতেই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন ?

১৫. যীশুর জন্মের পূর্বে তার কোন অস্তিত্ব ছিল কি বাস্তবে ? যদি আপনার উত্তর হয় 'হ্যাঁ' সূচক, তবে বলুন তার কাঠাম কিংবা রূপ কেমন ছিলো ? - উত্তরটি বাইবেল ভিত্তিক হওয়া বাঞ্চনীয় নয় কি ? - হলে দয়া করে বাইবেলের পদটি উল্লেখ করুন।

১৬. যোহন ৬:৫৩-৫৪ পদ অনুসারে সত্যি, সত্যি কি অনন্ত জীবন পাবার জন্য আমরা যীশুর মাংস ও রক্ত পান করি ? - না প্রতিকী অর্থে এর অংশ গ্রহণ করি ?

১৭. যোহন ১:৬ পদ পড়লে কি মনে হয় যোহন বাপ্তাইজককে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন কি স্বর্গ থেকে, স্বশরীরে ? - না তার জন্ম এই পৃথিবীতেই হয়েছিলো ? যীশুকে পৃথিবীতে পাঠানোর জন্য ঈশ্বরের কি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিলো ?

১৮. যীশু পৃথিবী সৃষ্টির আগেই ঈশ্বরের পরিকল্পনায় ও উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিলেন, কিন্ত ঈশ্বরের সেই পরিকল্পনা কিভাবে বাস্তবে রূপ নিলো ?

১৯. যীশু যদি একজন দেবতা, ঈশ্বর বা অন্য অমরণশীল কোন ব্যক্তি হতেন তবে তিনি কখনও কি মানুষের প্রতিনিধি হতে পারতেন ? - তাদের জন্য জীবন দেওয়া কি সহজ হতো বা অমরণশীল অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করেন না এমন যিনি, তিনি কেন সাধারণ মানুষের জন্য জীবন দেবেন ?

২০. খ্রীষ্ট ধর্মের প্রসার ঘটতে শুরু করে কোন্ সময় থেকে ? সেই সময় শিষ্যরা এই কাজ সুন্দর ভাবে করতে পেরেছিলো কি ? - এত সব কাজের উৎস ছিলেন কে ? - এখনও কি নির্যাতন, বিরোধীতা চলছে না ?

২১. যীশু জীবিত হয়ে মাত্র দু' একজনকেই দেখা দেননি কিন্তু অন্তত কতজনকে যীশু জীবিত হয়ে উঠার পর দেখা দিয়েছিলেন এবং তার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন ?

২২. ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা দানের ব্যবস্থা করেছেন সেটা কেমন করে ? যীশু কাদের জন্য নিজ প্রাণ দিয়েছেন ?

২৩. প্রিয় পাঠক আমরা চিন্তা করি আর না করি, এটা একেবারে সত্য যে একটি দিন আমাদের সম্মুখে বাস্তবে আসবে তার কোন পরিবর্তন হবে না, কিন্ত সেই দিন কি যীশুর মত অনন্ত জীবন বেঁচে থাকার আশ্বাস আপনার থাকবে ?

২৪. কে যীশুকে মৃত্যু থেকে জীবন্ত করে তুলেছেন ? আপনার আমার জন্যও কি তিনি একই কাজ করতে পারেন না ? যদি ঈশ্বর আমাদের ও জীবন্ত করে তুলতে চান সে ক্ষেত্রে আমাদের করনীয় কি ?

২৫. আমাদের পাপের ফল কি ? এ হতে রক্ষা পাবার উপায় কি ? ঈশ্বর ত্রাণকর্তা হিসাবে কাকে আমাদের জন্য দিয়েছেন ?

২৬. আমাদের রক্ষা করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তাহলে তিনি খুশি হবেন এবং পরিত্রাণের জন্য সাহায্য করবেন আর সেই সাহায্য আসবে কার মাধ্যমে ?

২৭. যীশু খ্রীষ্ট কেন পরীক্ষা প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েছেন ? তিনি ঈশ্বরের পরিকল্পনার কি ভুমিকা পালন করেছিলেন ?

২৮. ১ম তীমথিয় ২:৫-৬ পদ পড়লে এখানে আমরা কত জন ঈশ্বরের কথা জানতে পারি ? এখানে আমরা কতটি পক্ষ দেখতে পাই ? যদি আমরা ৩টি পক্ষ খুঁজে পাই তবে মধ্যস্থ পক্ষ কে ? - এবং তার কাজ কি বলে আপনার মনে হয় ?

২৯. কুমারী মরিয়ম অথবা অন্য কোন সাধু ব্যক্তির মধ্য দিয়ে কি প্রার্থনা উৎসর্গ করা ঈশ্বরের পরিকল্পনার মধ্যে, না বাহিরের বিষয় ? - যার কোন প্রমান কি বাইবেল তথা ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশ করে ? যেখানে মধ্যস্থকারী একজন ত্রাণকর্তা যীশু আছেন, তাকে ছাড়া অন্য কারো মাধ্যমে প্রার্থনা উৎসর্গ করা কি যীশুকে অবমাননা করা নয় ? যীশুকে গুরুত্ব না দিয়ে, অন্য কাউকে কি এ বিষয়ে বাইবেল সত্যতা প্রকাশ করে ?

৩০. ভ্রান্তচিন্তায় মাংসের বলে ঈশ্বরের বাক্যবিহীন, আমাদের উদ্ধারকর্তা ও মধ্যস্থতাকারী যীশু ভিন্ন অন্য কোন মধ্যস্থতাকারী গ্রহণ করা কি আমাদের উচিৎ ?

৩১. যীশুর ক্রুশারোপনের পূর্বে কে যীশুকে প্রশ্ন করেন ? তবে তুমি কি যিহূদীদের রাজা ? - এর কি উত্তর যীশু দিয়েছিলেন ?

৩২. যীশুর শিখানো প্রার্থনায় প্রতিদিন উচ্চারণ করি "তোমার রাজ্য আইসুক, স্বর্গে যেমন পৃথিবীতে ও তেমন পূর্ণ থোক"। - তার রাজ্য কি এই পৃথিবীর কোন একটি অংশে হবে না, সমগ্র পৃথিবী ব্যাপি হবে ? - কে হবেন সেই রাজ্যের রাজা ?

৩৩. যীশু যখন রাজা হবেন, তখন পৃথিবী কেমন হবে ? তিনি কার পক্ষে সমগ্র পৃথিবী শাসন করবেন ?

৩৪. যারা যীশুকে ঈশ্বর বলে আখ্যায়িত করেন, তারাই ঈশ্বরের মা "মরিয়ম" বলে উল্লেখ করেন এবং বাবা, ভাই, বোনদের কেও নিরুপন করতে চেষ্টা করেন। এখন বলুন তো বাইবেলে কোথায় ঈশ্বরের বাবা মা ভাই বোনদের উল্লেখ আছে ? - এটা কি বাইবেলের কথা না আমাদের বানানো সাজানো কথা যা আমাদের খ্রীষ্টের পথ থেকে বিপথে নিয়ে যায় কি ?